

### জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১০৪-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মো: মেসবাহুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১
সময়	: দুপুর ২.৩০টা
স্থান	: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-‘ক’

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সকলকে পরিচিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরিচয় পর্বে জনাব মো: শাহজাহান আলী বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং আমরা গর্বিত একজন সুযোগ্য কৃষিবিদ সচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র সচিব হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সিনিয়র সচিব মহোদয়কে অভিনন্দন জানান। পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদকে আহ্বান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

#### আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা: জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১০৩-তম সভা ০৮/০৯/২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১৫/০৯/২০২০ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৯৭.০২.০০৩.১৯.৮০৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। এ বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সকল ফসলের জাতের সুষ্ঠু নামকরণের ক্ষেত্রে একই নিয়ম করার জন্য জনাব মো: শাহজাহান আলী ১০৩তম সভার আলোচ্য বিষয় (৮) এর সিদ্ধান্ত (ক) এ কার্যবিবরণীটি সংশোধন করার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তার উত্থাপিত সংশোধনী গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: ১০৩তম সভার আলোচ্য বিষয় (৮) এর সিদ্ধান্ত (ক) এ “নিয়ন্ত্রিত ফসলের” স্থলে “সকল ফসলের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৩-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

#### আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত
(২.১) সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন	সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিবের আবেদন অনুযায়ী খসড়া প্রণয়নের সময়সীমা ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।	মহাপরিচালক, বীজ সভায় জানান যে, সিড ভিশন প্রণয়নের সময়সীমা ডিসেম্বর ২০১৯ হতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে পুনরায় ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। সিড ভিশন প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি সভায় উল্লেখ করেন যে, কোভিড প্রাদুর্ভাবের কারণে সভা আয়োজন ও তথ্য সংগ্রহের কাজ ব্যাহত হয়। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বয়যোগ্য সিড ভিশন প্রণয়নের জন্য তিনি ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সভায় সিড ভিশন প্রণয়নে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যেই সিড ভিশন প্রণয়ন সম্পন্ন করার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।  সিদ্ধান্ত : সিড ভিশন প্রণয়ন কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত খসড়া সিড ভিশন, ২০৩০ প্রণয়নের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধি করা হলো।

<p><b>(২.২) ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণ।</b></p>	<p>ডিএই'র হটিকালচার উইং হতে সবজি চাষের আওতায় প্রাপ্ত জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণ করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।</p>	<p>ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণ কমিটির সভাপতি ও মহাপরিচালক, ব্রি সভায় উল্লেখ করেন যে, সবজি ফসলের অনেক জাত হওয়ায়, ডিএই'র পক্ষ থেকে সবজি চাষের আওতায় প্রাপ্ত জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা অনেক সময় সাপেক্ষ। তাই সবজি ফসল ব্যতীত ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে কমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত খসড়াটি অনুমোদন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে ডিএই থেকে সবজি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে SRR এ সবজি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> কমিটির প্রণয়নকৃত ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) অনুমোদন করা হলো। পরবর্তীতে ডিএই থেকে সবজি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে SRR এ সবজি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিটিকে নির্দেশনা দেয়া হলো।</p>
<p><b>(২.৩) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড ধানের ফলন পরীক্ষা।</b></p>	<p>ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড ধানের জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করে ফলাফল কারিগরি কমিটির সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।</p>	<p>পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জানান বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে এবং যশোরে মোট ২টি স্থানে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো হাইব্রিড ধানের জাতের ফলন পরীক্ষা করা হয়েছে। কোনো স্থানে ফলন ৭.৫ মে.টনের বেশি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান বিএডিসি বলেন ব্রি হাইব্রিড ধানের ফলন বিএডিসি'র খামারে ৮মে.টন এর নীচে হয়েছে। মহাপরিচালক ব্রি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি'র ট্রায়াল গ্রহণযোগ্য করতে ব্রি, ডিএই, বিএডিসি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল করা প্রয়োজন।</p> <p><b>সিদ্ধান্ত :</b> বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি আগামী বোরো মৌসুমে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল বোরো হাইব্রিড ধানের জাত গোপনীয় কোড নম্বর দিয়ে ব্রি, ডিএই ও বিএডিসি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করে ফলাফল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।</p>

**আলোচ্য বিষয় ৩। আসন্ন মৌসুমে পাটবীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
<p>পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং সভায় বলেন যে, আসন্ন মৌসুমে ডিএই ৬.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে তোষা পাট বীজ এবং ০.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে মেস্তা/কেনাফ চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সেজন্য ৫,১৬০ মে.টন তোষা পাট বীজ এবং ১,১৫২ মে.টন মেস্তা/কেনাফ বীজ আমদানি করা প্রয়োজন।</p>	<p>(১) ডিএই'র চাহিদা অনুযায়ী আসন্ন ২০২১-২২ উৎপাদন মৌসুমে ৫,১৬০ মে.টন তোষা পাট বীজ এবং ১,১৫২ মে.টন মেস্তা/কেনাফ বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো। তন্মধ্যে বিএডিসি ৩০০মে.টন তোষা পাট বীজ আমদানি করবে।</p> <p>(২) চলতি মৌসুমে পাট বীজ আমদানি কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই'কে আবেদনপত্রের ক্রমানুযায়ী আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে পাট বীজের সকল আইপি প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।</p>

*[Handwritten signature]*



**আলোচ্য বিষয় ৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো মৌসুমের জিংক সমৃদ্ধ ১টি ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
<p>বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কৌলিক সারি নং BR 8631-12-3-5-P2 যা ২০০৬ সালে BR7166-5B-5 ও BG305 এর সাথে সংকরায়ণ করা হয় এবং প্রাপ্ত F1 Population টি ২০০৭ সালে ব্রি ধান২৯ এর সাথে আবার সংকরায়ণ করা হয় ও পরবর্তীতে বংশানুক্রমে সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি জিংক সমৃদ্ধ। গড় ফলন ৭.৬৯ মে.টন/হেক্টর ও জীবনকাল ১৪৮ দিন। গাছ এর গড় উচ্চতা ১০১ সে.মি.; দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬.৮ ভাগ, প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮ ভাগ, চাল মাঝারি চিকন ও রং সাদা এবং ভাত বরঝরে। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬.৮ গ্রাম। ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। জিংকের পরিমাণ প্রস্তাবিত জাতটিতে ২৫.৭ মি.গ্রা/কেজি এবং চেক জাত ব্রি ধান৭৪ এ ২৪.২ মি.গ্রা/কেজি। ২০১৯-২০ সনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর ও বরিশাল ১০টি কৃষি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালে চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান৭৪ ব্যবহার করা হয়। ট্রায়ালকৃত স্থানে চেক জাত হতে ফলন ১০% বেশি পাওয়া যায়। কারিগরি কমিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌলিক সারি BR 8631-12-3-5-P2 বোরো মৌসুমে ব্রি ধান১০০ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।</p> <p>জনাব শাহজাহান আলী সভায় জানান যে, গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা নিবন্ধে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRR) খাদ্য নিরাপত্তার Think Tank হিসেবে বিশ্বে ১৬তম, দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম এবং এশিয়ায় ২য় স্থান অর্জন করায় সভায় ব্রি-এর সকল বিজ্ঞানীসহ মহাপরিচালক, ব্রি'কে অভিনন্দন জানানো হয়।</p>	<p>(১) কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রি উদ্ভাবিত কৌলিক সারি নং BR8631-12-3-5-P2 কে ব্রি ধান১০০ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।</p> <p>(২) মুজিব শতবর্ষে ব্রি উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ধান১০০ পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হবে।</p> <p>(৩) গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা নিবন্ধে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRR) খাদ্য নিরাপত্তার Think Tank হিসেবে বিশ্বে ১৬তম, দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম এবং এশিয়ায় ২য় স্থান অর্জন করায় সভায় ব্রি-এর সকল বিজ্ঞানীসহ মহাপরিচালক, ব্রি'কে অভিনন্দন জানানো হয়।</p>

**আলোচ্য বিষয় ৫। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবনাক্ততা সহিষ্ণু দেশি পাটের জাত ছাড়করণ।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
<p>বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশি পাটের লাইন সি-১২২২১ যা দেশি পাটের জার্মপ্লাজম C-164 এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটির কান্ড সবুজ, পাতা ডিম্বাকৃতির লম্বাটে এবং পাতার বৌটা সবুজ রঙের। গাছের বয়স ১০৫-১১৫ দিন হলে তা কাটার উপযোগী হয় ও জমিতে রোপা আমন ধান লাগানো যায়। পরবর্তী ফসল হিসেবে গম বা অন্যান্য রবি ফসল চাষাবাদ করা যায়। প্রস্তাবিত জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্যম মাত্রার লবনাক্ততা (১২ ডিএস/মিটার) সহিষ্ণু। এটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্ত এলাকায় বপন উপযোগী একটি জাত। গড় পপুলেশন ২.৯৪ লক্ষ/হে., উচ্চতা ২.৬৯ মিটার, বেসাল ডায়া মিটার ১৯.৭১ মি.মি, আঁশের ফলন ২.৫৭ মে.টন/হে, পাট কাঠির ফলন ৭.২১ মে.টন/হে। উক্ত জাতটি ২০২০-২১ মৌসুমে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের ৫টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। চেক জাত হিসেবে বিজেআরআই দেশি পাট-৮ ব্যবহার করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৫টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করে। প্রস্তাবিত জাতটিতে মোট ৬টি বৈশিষ্ট্য চেক জাত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Petiole color, leaf shape, days to first flowering, days to flowering of 50% plant, pigmentation of fruits and 1000 seed weight) পাওয়া যায়। কারিগরি কমিটি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশি পাটের লাইন সি-১২২২১ বিজেআরআই দেশি পাট-১০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে।</p>	<p>(১) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত লবনাক্ত সহিষ্ণু দেশি পাটের লাইন সি-১২২২১ কে বিজেআরআই দেশি পাট-১০ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।</p>

**আলোচ্য বিষয় ৬। বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের মোট ১৯টি জাত নিবন্ধন।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত ১৭ (সতেরো)টি হাইব্রিড জাতের ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে চেকজাত (ব্রি হাইব্রিড ধান৫) এর চেয়ে ৫% ফলন বেশি হওয়ায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য এবং ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত ০২ (দুই)টি হাইব্রিড জাতের ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে চেকজাত (ব্রি হাইব্রিড ধান৫) এর চেয়ে ৫% ফলন বেশি হওয়ায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ১৯টি বোরো হাইব্রিড ধানের জাতের ফলন বিবেচনায় হেক্টর প্রতি ৮.৫ মে.টনের কাছাকাছি হওয়ায় আরো যাচাই বাছাই করে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করার জন্য কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

**আলোচ্য বিষয় ৭। বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ব্রি ধান৮৩ কে রোপা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের অনুমোদন।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০১৯-২০ রোপা আউশ মৌসুমে দেশের ১০টি অঞ্চলে ব্রি ধান৮৩ এবং চেকজাত ব্রি ধান৪৮ এর আঞ্চলিক উপযোগিতা এবং ফলন পরীক্ষা করা হয়। এতে উভয়ের গড় ফলন ৪.০০ মে.টন/হে. পাওয়া যায়। কারিগরি কমিটি ব্রি ধান৮৩ কে রোপা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৪তম সভায় ব্রি ধান৮৩ কে বোনা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ডিএই বলেন রোপা আউশ মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৪.০০মে.টন ফলন আশাব্যঞ্জক নয়। মহাপরিচালক, বীজ সভায় উল্লেখ করেন যেহেতু ব্রি ধান৮৩ ইতোমধ্যে বোনা আউশ মৌসুমে ছাড়করণ করা হয়েছে সেহেতু রোপা আউশ মৌসুমেও এটি চাষাবাদের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রি ধান৮৩ কে বোনা আউশ মৌসুমের পাশাপাশি রোপা আউশ মৌসুমেও চাষাবাদের অনুমোদন দেয়া হলো।

**আলোচ্য বিষয় ৮। ইক্ষুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতি ও বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া গাইড লাইন অনুমোদন।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় বলেন যে, ইক্ষুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতি ও বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইনটি সমন্বয়পযোগি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি অনুমোদন করা যায়। এছাড়া কারিগরি কমিটি ইক্ষুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতি ও বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া গাইড লাইন অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইক্ষুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতি ও বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া গাইড লাইন অনুমোদন দেয়া হলো।

*[Handwritten signature]*



আলোচ্য বিষয় ৯। বীজ বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী বিভিন্ন ফি এর হার পুনঃনির্ধারণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সভায় উল্লেখ করেন যে বর্তমানে নির্ধারিত বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ১ বছরের জন্য ৫০০ টাকা এবং ৩ বছরের জন্য নবায়ন ফি ৬০০ টাকা হিসেবে ২০১৫ সালে নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ইনফ্লেশন রেট যুক্ত করে নতুন করে নিবন্ধন ফি ও নবায়ন ফি নির্ধারণ করতে হবে। মহাপরিচালক বীজ মহোদয় বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ৫ বছরের জন্য ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা, বীজ ডিলার নবায়ন ফি ৫ বছরের জন্য ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং বীজ ডিলার নিবন্ধন নবায়নের বিলম্ব ফি ৫০০ টাকা এবং অন্যান্য ফি কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারণের প্রস্তাব দেন।	(১) বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ২০০০/-টাকা, বীজ ডিলার নবায়ন ফি ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ২,০০০/-টাকা, বীজ ডিলার নিবন্ধন নবায়নের বিলম্ব ফি ৫০০/-, বীজ প্রত্যয়ন সনদ ফি ২০০/-, আপিল নিষ্পত্তির ফি ৫০০/-, নমুনা বীজ পরীক্ষা ফি (বিশুদ্ধতা প্রতি নমুনা-২৫/-, আর্দ্রতা প্রতি নমুনা-২৫/-, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা-৫০/-) মোট ১০০/-, জাতের ডিইউএস পরীক্ষা ফি ৩০০০/-, অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন ফি ১০০০/- নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হলো। (২) অর্থ বিভাগ কর্তৃক ফি'র বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী বীজ ডিলার নিবন্ধন ও জাত নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান থাকবে। (৩) এছাড়া ফসলের জাতের ডিসিইউ এবং ডিএনএ ফিঞ্জার প্রিন্টিং এর বিষয়ে ফি নির্ধারণ করার প্রয়োজন হলে কারিগরি কমিটি তা যাচাই করে দেখবে।

আলোচ্য বিষয় ১০। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদন।

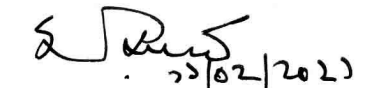
আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটি এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটির ৮৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি পুনরায় কারিগরি কমিটিতে যাচাই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয় ১১। জাতীয় বীজ নীতি প্রণয়ন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জনাব মো: শাহজাহান আলী বলেন যে, জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩ সালে প্রণীত হয়। জাতীয় বীজ নীতির খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি ইতঃপূর্বে গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে এটি সময়োপযোগী করে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।	জাতীয় বীজ নীতি প্রণয়নের জন্য ইতঃপূর্বে গঠিত কমিটি জাতীয় বীজ নীতি পুনর্গঠন করে কারিগরি কমিটিতে আলোচনা করে সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং নতুন জাত সম্প্রসারণের বিষয়ে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



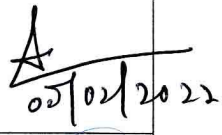
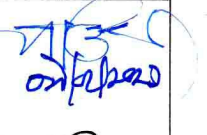
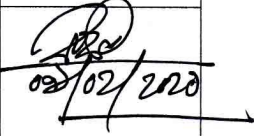
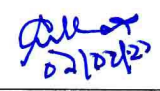
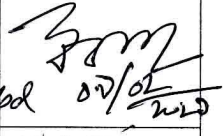
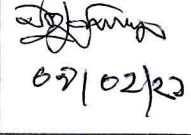

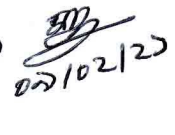
  
২১/০২/২০২১  
মো: মেসবাহুল ইসলাম  
সিনিয়র সচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্যদের স্বাক্ষরের তালিকা  
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

সভার তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১; সময় : দুপুর ২:৩০টায়


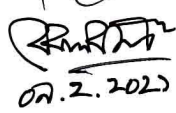


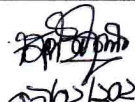
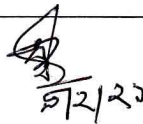
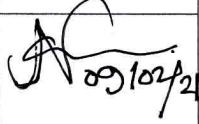
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়

সভাপতি : সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১	বন্দাই কৃষি হাউস	মহাপরিচালক বীজ অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৭৫৩৫০৫৫৫৫ hkbaleu@gmail.com	
২	মোঃ মাহেদুল ইসলাম	চেয়ারম্যান বিএডিসি	০১৭৬৫৫২৫৫৫৫ sayedul23@yahoo.com	
৩	ড. মোঃ মোঃ রহমতুল্লাহ	নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি	০২৭৬৬৬৬৬৬৬৬	
৪	মোঃ আব্দুল্লাহ	মহাপরিচালক ডিএই	০১৭০০৭১৫০০০ dg@dae.gov.bd	
৫	— —	অতি: সচিব, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	—	—
৬	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান বিএডিসি	০২৭০০০০০০০০ mdseed@badi.gov.bd	
৭	—	মহাপরিচালক বারি	০১৭১৫১৭১০৫১৮ dg@bari.gov.bd	
৮	Dr Md Shohabul Kasir	মহাপরিচালক ব্রি	০১৭১২২৫০০৮৩ shohabul@bri.gov.bd	
৯	ড. মো. ম. ম. মোস্তাফিজুর রহমান	মহাপরিচালক বিজেআরআই	০১৭১৫২২৬৫৬৮ anwarul-hug09@gmail.com	

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১০	ড. মোঃ আব্দুল কাদের আজাদ	মহাপরিচালক বিনা	(প্রোগ্রামার ৩৯০-৯৯) ০১৭১০৭৬৩০০৩ makazad.plabina @gmail.com	
১১	ড. মোঃ আব্দুল হক ০২/৬৯৯৪	মহাপরিচালক বিএসআরআই	০১৭১৫০৪২১১২ bsridg123@ gmail.com	
১২	—	মহাপরিচালক এনআইবি	—	—
১৩	—	নির্বাহী পরিচালক সিডিবি	—	—
১৪	আব্দুল হামিদ —	পরিচালক এসসিএ	০১৭১৪০৫০৯০৪ director sca@gov- bd.com	
১৫	ফিরদাউস হুসেইন —	পরিচালক এসআরডিআই	০১৭১৬৪২১৬৩১ bidhan.srdi@yaho.com	
১৬	ড. মোঃ আজহার-উল-হক —	পরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং ডিএই	০১৭১৪৬৩০৯৭১ a.azhar.kh@ gmail.com	
১৭	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর —	বিভাগীয় প্রধান সীড সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বাকুবি	০১৭১৪১৯২৭১১ Humayun.kabir70 @gmail.com	
১৮	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	বীজ বিশেষজ্ঞ	০১৭১১৫৬৪০৫০	
১৯	জনাব মোঃ মাসুম	চেয়ারম্যান সুপ্রীম সীড কোম্পানী উত্তরা, ঢাকা	—	—
২০	জনাব আলহাজ্ব মোঃ মোতাহার হোসেন মোল্লা	কৃষক প্রতিনিধি কাপাসিয়া, গাজীপুর	—	—
২১	জনাব তালুকদার মোঃ ইউনুস (এম.পি.)	কৃষক প্রতিনিধি আগৈলঝাড়া, বরিশাল	—	—
২২	ড. মোঃ নজমুল হদা Md - Shahjahan Ali Senior Vice President BSS T	সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি	Md. Shahjahan Ali ০১৭৩০০১৩৩৭১ alliedmsali @yahoo.com	



ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
২৩	ড. মো: খায়রুল বাশার	সভাপতি বাংলাদেশ উন্নিদ প্রজনন ও কৌশলিতত্ত্ব সমিতি	—	—
২৪	ড. মো: মাহবুবুল আলম 465, the school of management	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা	01954777555	
২৫	প্রফেসর মজিদ আলী	প্রধান, জৈবিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকুবি ময়মনসিংহ	01991122222 head.gpb@ bau.edu.bd	 ০৯.২.২০২১
২৬	ড. মো: ওয়াক্কুল হুসেন	সকল (সেভেন) বিএম এমই সরীসৃপ	01779-519121	 ০৯/২/২১
২৭	ড. মো: আব্দুল হক	শিওমও, সিজিপিও	01732442370 abdulkaderhri@ yahoo.com	 ০৯/০২/২১
২৮	ড. হোসেন হ্যাং ইয়াং	বিসিএমও, সিজিপিও	01732761747 kiftekher03@ yahoo.com	 ০৯/০২/২১
২৯	আব্দুল হক	ডিডি (সি.এম.ও.সি.) এসসিএ, সিজিপিও	01716945477 ahmedshafiqswapan @gmail.com	 ০৯/২/২১
৩০	ড. নাজিহা হুসেন	শিওমও, সিজিপিও বিএম এমই ঢাকা	01552413112 drnargisbjri- @gmail.com	 ০৯/০২/২১
৩১				
৩২				
৩৩				
৩৪				
৩৫				

